গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় : ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জুলাই ২০২৪ মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-সংক্রান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ২৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি.।
সভার সময় : সকাল ১১.০০ টা।
স্থান : সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক তে প্রদর্শিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়কে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) নিম্নরূপ আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-০১: গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও নিশ্চিতকরণ:
গত ২৮-০৭-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি- ০২: গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	তিন পার্বত্য জেলায় ড্রাই ফ্রুট ও সবজি প্রক্রিয়াকরণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান সভাকে জানান, স্কিমের আওতায় উন্নয়ন বোর্ড হতে ড্রাই ফ্রুট প্রক্রিয়াকরণের জন্য ড্রাইয়ার মেশিন ক্রয় করা হবে এবং কমিউনিটিভিত্তিক কৃষকদল গঠনের মাধ্যমে তা বিতরণের লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে জানানো হয় যে, ড্রাইফ্রুট ও সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা হয়েছে। তবে বর্তমানে জেলা পরিষদসমূহে চেয়ারম্যান না থাকার কারণে এ ব্যাপারে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের পর খসড়া নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	"ড্রাই ফ্রুট" পদ্ধতিতে ফলমূল এবং সবজি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে কৃষকদল গঠনপূর্বক কৃষকদের মাঝে ড্রাইয়ার মেশিন বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালাটি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
২	০৪টি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও 'টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প সংক্রান্ত	আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের সরকারিকরণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান, ৪টি আবাসিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান যে, আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি স্কিম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ স্কিম প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান যে, 'টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের পুণর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে একনেক সভায় উপস্থাপিত হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন এর সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে।	১) আবাসিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০১ (এক) বছর মেয়াদী একটি পূর্ণাঙ্গ স্কিম প্রস্তাব আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২) 'টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের পুণর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ উপসচিব (পরিকল্পনা-২)

আলোচ্যসূচি-০৩: চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প/স্কিমসমূহের জুন, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১	প্রকল্পসমূহের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি-তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৯২৪.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি-৭১৮.১৮ কোটি, পিএ-২০৬.৬৫ কোটি) বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে ১২টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩২৭.৫৫ কোটি টাকা (জিওবি-১২০.৯০ কোটি এবং পিএ-২০৬.৬৫ কোটি) এবং ৩টি উন্নয়ন সহায়তার অনুকূলে ৫৩০.০০ কোটি টাকা এবং অননুমোদিত ১৩টি প্রকল্পের জন্য থোক বাবদ ৬৭.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৩১ জুলাই ২০২৪ মাস পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ০.০০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩.০৫%। প্রকল্প/স্কিম পরিচালকগণ জানান যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। তারা আরও জানান যে, প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি না হলেও ভৌত অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে নির্দেশনা	১) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি-তে প্রাপ্ত বরাদ্দের শতভাগ ব্যবহার এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ২) চুক্তি অনুযায়ী খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন আগামী ০৭/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে খাগড়াছড়ি পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে পৌরসভাকে পত্র প্রদান করতে হবে। ৩) 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২য়-৪র্থ কিস্তির অর্থ এককালীন ছাড়করণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ৪) 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/স্কিম পরিচালক

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, খাগড়াছড়ি মাস্টার ড্রেইন পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছে এবং দ্রুত সময়ে তা পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে পৌরসভা বরাবর লিখিতভাবে চিঠি প্রদান করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা এবং লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৪-এ সমাপ্ত হবে বিধায় প্রকল্পের ২য়-৪র্থ কিস্তির টাকা এককালীন ছাড় করা প্রয়োজন। "খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ১৫/০৭/২০২৪ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, জেলা পরিষদ পুণর্গঠনের পর পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুণর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। CRLIWM-CHT' শীর্ষক প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ-অংশের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের পিআইসি সভা দ্রুত আহ্বান করা হবে। মাননীয় উপদেষ্টা আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ জানান, জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়েছে; শীঘ্রই জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হবে। সভাপতি জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে জেলাপ্রশাসক বরাবর আবেদন করে বিধিমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, যেসকল কার্যক্রমে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই সেসব কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুরু করতে হবে। এছাড়াও আগামী ১০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে CRLIWM-CHT প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভিডিওসহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ভবন নির্মাণ' শীর্ষক	Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ-অংশের পিআইসি সভা সেপ্টেম্বর/২৪ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আহবান করতে হবে এবং প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে জেলাপ্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হবে। ৫) CRLIWM-CHT প্রকল্পের যেসব কার্যক্রমে জমি অধিগ্রহণের বিষয় নেই সেসব কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে এবং আগামী ১০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার লক্ষ্যে প্রকল্পের তথ্যাদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশনসহ একটি সভা আয়োজন করতে হবে। ৬) 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণসহ এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদের বিষয়ে জেলাপ্রশাসকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৭) আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বৈততা পরিহারপূর্বক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করবে। একই সাথে বর্তমানে অননুমোদিত নতুন ১৩টি প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। ৮) তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় পর্যায়ে নতুন করে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে যথাযথ সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করে প্রকৃত চাহিদা নিরুপণপূর্বক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মাসের মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৯) কাপ্তাই লেককে কেন্দ্র করে মাছের অভয়াশ্রম তৈরীর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই	

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		প্রকল্পের পরিচালক জানান, প্রকল্পের ৩টি সাইটের মধ্যে ২টি সাইটের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভালো; তবে ১টি সাইটে যেখানে আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে সেখানে অবৈধ দখলদারদের জন্য কোনো কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের পিইসি সভা সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তিনি জানান। উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত কোনো ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জানান যে, ইতোপূর্বে আলোচনা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যেহেতু সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে, সেহেতু যোগাযোগ, ভৌত অবকাঠামোসহ সিভিল কার্যক্রমসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড করবে এবং জেলা পরিষদের নিকট যেহেতু ৩০টি হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেহেতু কৃষি, মৎস্য ও পশু ইত্যাদি সেক্টরে বড় আকারে প্রকল্প গ্রহণ করবে। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে ইউএনডিপি-এর সহযোগিতা নিয়ে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আওতাধীন ৫টি সংস্থার (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ) সাথে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, কাপ্তাই লেককে কেন্দ্র করে মাছের অভয়াশ্রম তৈরী করা গেলে পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সভাপতি কাপ্তাই লেককে কেন্দ্র করে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় উপদেষ্টা জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব নয় এমন এলাকায় সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান, পূর্বের ডিপিপি-এর তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ডিপিপি প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ফলে কস্ট ইস্টিমেট নতুন করে করা প্রয়োজন। সভাপতি যে সকল সংস্থায় (বিদ্যুৎ বিভাগ, পিডব্লিউডি, এলজিইডিসহ অন্যান্য সংস্থার) এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তাদের কাছ থেকে ব্যয় প্রাক্কলন সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	করতে হবে।	

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
২.	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ০৩টি উন্নয়ন সহায়তার আওতায় গৃহীত নতুন স্কিমসহ চলমান স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	উপসচিব (উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৩টি উন্নয়ন সহায়তায় আওতায় বরাদ্দ রয়েছে ৫৩০.০০ কোটি টাকা যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংস্থাসমূহের মাঝে বিভাজন করা হবে। সভাপতি ২৯/০৮/২০২৪ তারিখের মধ্যে ০৩টি উন্নয়ন সহায়তায় আওতায় বরাদ্দ সংস্থাসমূহের মধ্যে যৌক্তিকভাবে বিভাজন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, গত সভায় আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গৃহিতব্য স্কিমসমূহের তালিকাসহ উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) ০৭ জুলাই ২০২৪ মাসের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে; তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিনিধি জানান যে, স্কিমের তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন স্কিমের প্রস্তাব (ডিএসপি) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পুনর্গঠনের পর তাদের ইতোপূর্বে প্রেরিত স্কিম তালিকা পর্যালোচনা করে চুড়ান্ত উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সভাপতি আগামী ১০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত পরিদর্শন টিম দ্বৈবচয়নের ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মধ্যে স্কিমসমূহ অন্তত ০১ (এক) বার পরিদর্শন এবং যাঁরা পরিদর্শন করেছেন সচিব বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গৃহিতব্য উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) তালিকা আগামী ১০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পুনর্গঠনের পর তাদের ইতোপূর্বে প্রেরিত স্কিম তালিকা পর্যালোচনা করে চুড়ান্ত উন্নয়ন স্কিম প্রস্তাব (ডিএসপি) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ

আলোচ্যসূচি-০৪: বিবিধ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১.	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর দাখিল সংক্রান্ত	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত ২টি প্রকল্পের (পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ; বান্দরবান জেলার সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ) পিসিআর ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হবে মর্মে সংস্থা হতে জানানো হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর নির্ধারিত সময়ের (প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাস) পূর্বেই আইএমইডি-তে প্রেরণের লক্ষ্যে পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	জুন ২০২৪-এ সমাপ্তকৃত ২টি প্রকল্পের (পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ ড্রেইন নির্মাণ; বান্দরবান জেলার সাংগু নদীর উপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ) পিসিআর আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ প্রকল্প পরিচালক/ উপসচিব (পরিকল্পনা-২)
২.	মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্সে	সভাপতি আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে শুধু সরকারি ইনস্টিটিউট-এ মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্স-এ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে মিডওয়াইফ নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নরত	বান্দরবান/ রাঙ্গামাটি/

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত	অধ্যয়নরত পার্বত্য এলাকার বসবাসরত জনগোষ্ঠীর ১৫ জন (প্রতি জেলা হতে ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	পার্বত্য এলাকার বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মোট ১৫ জন (প্রতি জেলা হতে ০৫ জন করে) নারী শিক্ষার্থীকে (সরকারি ইনস্টিটিউট-এ অধ্যয়নরত) বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর হতে স্কিম গ্রহণ করতে হবে।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩.	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বইয়ে সবুজ পাতায় ১৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ০৪টি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে; অবশিষ্ট ০৩টি প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি এবং নতুন ৬টি প্রকল্পের ডিপিপি এখনো মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি।	অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে ডিপিপি আগামী ২০/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের কার্যক্রম চালুকরণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত	উপসচিব (উন্নয়ন) জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ অবস্থিত মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি চালুর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি মিউজিয়ামটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে পার্বত্য এলাকার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন সামগ্রী দ্বারা সমৃদ্ধ করে চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (তাঁদের মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতেও নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এ নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মিউজিয়ামটি আগামী সেপ্টেম্বর/২০২৪ মাসের মধ্যে চালু করতে হবে। ২) কমপ্লেক্সের লাইব্রেরিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় লেখকদের বিভিন্ন ভাষায় (মাতৃভাষায়) লিখিত বই, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে লিখিত বিভিন্ন বই, গবেষণা পত্র সহ অন্যান্য বই দ্বারা সমৃদ্ধ করতে হবে। ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে নিয়মিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র/পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ/ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
৫.	জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন	সভাপতি বলেন, পূর্ণাঙ্গ জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম সে লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ছোট আকারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটি হতে ১টি করে মোট ৩টি জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই জার্মপ্লাজম সেন্টারকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হলে উহা এই এলাকার পর্যটন শিল্পের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিটি হতে ছোট আকারের ১টি করে জার্মপ্লাজম সেন্টার তৈরির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্য স্কিম গ্রহণ করতে হবে। জার্মপ্লাজম সেন্টার এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে করে পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি থাকে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
৬.	ফলজ বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত	সভাপতি ২,০০,০০০ ফলের গাছ রোপনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানান, আমের চারা লাগনোর মধ্যেমে তাদের ফলের গাছ লাগানো কর্মসূচি শুরু করেছেন; তবে প্রচন্ড বৃষ্টির কারণে তা আপাতত বন্ধ রয়েছে। তিন জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকতাগণ জানান যে, বর্তমানে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ অনুপস্থিত থাকা কারণে তারা ফলের চারা রোপনের কার্যক্রম শুরু করতে পারেননি। সভাপতি আবহাওয়া অনুকূলে আসলে এবং জেলা পরিষদ পুনর্গঠনের পর দ্রুততম সময়ে মধ্যে সংস্থাসমূহ কর্তৃক ফলের গাছ লাগানোর কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ রাস্তার ধারে ফলের গাছ রোপনের স্কিম সফলভাবে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকবেন মর্মে সভাকে জানান।	ফলের গাছ রোপনের ক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন স্কিম গ্রহণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে: ক) বাগান সৃজনের ক্ষেত্রে আম, লিচু, তেঁতুল, জলপাই, কাজুবাদাম, কাঠবাদাম ইত্যাদি জাতের ফলের গাছ বিবেচনা করা যাতে উক্ত গাছ হতে ফল ও কাঠ উভয়ই পাওয়া যায়; খ) যে কোনো একটি জাতের গাছ কমপক্ষে ১কি.মি. রাস্তা জুড়ে দু'ধারে রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ; গ) বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে প্রধান সড়ককে অগ্রাধিকার প্রদান; ঘ) রোপনকৃত গাছের সুফলভোগী হিসেবে এলাকার হতদরিদ্রদের নিয়ে সমিতি গঠন; ঙ) পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ বছর সমিতির সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রদান; চ) সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এ বাগানে উৎপাদিত ফল ও কাঠ চুক্তি অনুসারে বন্টন; ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৬০,০০০টি; পার্বত্য জেলা পরিষদ খাগড়াছড়ি, কর্তৃক ১,০০,০০০টি; পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান কর্তৃক ২০,০০০টি; এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি কর্তৃক ২০,০০০টি গাছের চারা রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/ রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৭.	গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত	সভাপতি বলেন, গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি স্কিম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এ কার্যক্রমে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং সরকারি হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া নবজাতকের জন্য জরুরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বলিত একটি গিফট বক্স দেওয়া	প্রত্যেক জেলা পরিষদকে পার্বত্য এলাকার গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে একটি করে স্কিম গ্রহণ করতে হবে।	রাঙ্গামাটি/ বান্দরবান/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
		যেতে পারে। সভায় আলোচনা হয় যে, এটি একটি ভালো উদ্যোগ; এর ফলে গর্ভবতী/প্রসূতি মহিলা ও নবজাতক শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সভাপতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ সংক্রান্ত একটি স্কিম গ্রহণ করতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করেন।		

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৯/২০২৪ খ্রি.
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব

নম্বর- ২৯.০০.০০০০.২২৫.০৬.০০৭.২৩(অংশ-১)-**৯২**

তারিখ: ০২ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

সদয় কার্যর্থে/জ্ঞাতর্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট-১৮)
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৬. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৭. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৮. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
৯. সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
১০. অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১১. অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ.আ. তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, সার্কেল-০৩)
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
১৯. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২০. নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি
২১. উপসচিব (পরিকল্পনা-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২২. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, উপদেষ্টার দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৩. সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৪. উপসচিব (পরিকল্পনা-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (বিশেষ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প
২৫. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান/রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
২৬. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি
২৭. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

২৮. প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদার করণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

২৯. প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলার বাজারসমূহ ও নিকটবর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

৩০. প্রকল্প পরিচালক, 'সৌরশক্তি চালিত নলকূল স্থাপনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

৩১. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

৩২. নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৩৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি ইউনিট

৩৪. প্রকল্প পরিচালক, 'খাগড়াছড়ি জেলা সদরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মাস্টার ড্রেন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার সদর হতে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লী সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৩৬. প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বোর্ড কর্তৃক নির্মিত পল্লী সড়ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৩৭. প্রকল্প পরিচালক, "বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বান্দরবান

৩৮. প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৩৯. প্রকল্প পরিচালক, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত সংযোগ সড়কসহ আরসিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা

৪১. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৪২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৪৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রাঙ্গামাটি

৪৪. প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (আঞ্চলিক পরিষদ অংশ), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি

৪৫. প্রকল্প পরিচালক, 'Climate Resilient Livelihoods Improvement and Watershed Management in the Chittagong Hill Tracts (CRLIWM-CHT)' শীর্ষক প্রকল্প (এলজিইডি অংশ) আগারগাও, ঢাকা

৪৬. সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে সভার কার্যবিরবণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪৭. প্রকল্প ব্যবস্থাপক, "টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্প", পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি

(আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ)
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫১০০১৩৫
ই-মেইল: dsdev@mochta.gov.bd